দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা, শুক্রবার, ২৬ চৈত্র ১৪১৬, ৯ এপ্রিল ২০১০

ট্যাক্সেশন উন্নয়ন সাপেক্ষে সরকারি আয় ও আয়ের উৎস

ড. এম. আজিজুর রহমান

সামাজিক মূলধন ও বিনিয়োগকৃত সম্পদ সৃষ্টি, সামাজিক অবকাঠামো তৈরি, দেশ পরিচালনার স্বার্থে সাধারণ প্রশাসন, শান্তি শৃংখলা রক্ষায় পুলিশ প্রশাসন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সামাজিক ও দাপ্তরিক অবকাঠামো সৃষ্টি, রাস্তা-ঘাট-ব্রিজ, কালভার্ট, নদীখনন, সেচ ব্যবস্থা ও সর্বোপরি মানব জীবনের নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি অনেক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়-দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হয়। আইনী অবকাঠামো সৃষ্টি, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ এবং বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত অবকাঠামো ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অনেক সামাজিক দায়-দায়িত্ব সরকারিভাবে হয়। এগুলো যেকোন দেশের সরকারের বড় ধরনের দায়-দায়িত্ব। সাধারণ মানুষের একটি সহজাত প্রশ্ন সরকারের আয়ের উৎস কী বা কোথায় এবং সরকারি কার্যক্রমের অর্থায়ন কীভাবে হয়। সংক্ষেপে সরকার দায়-দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস কোথায় তা অনেকের কাছে পরিষ্কার নয়। সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হল Taxation. Personal Income tax, Corporate tax, Custom's duties এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের Tax এবং Non tax revenue ইত্যাদি হচ্ছে সরকারের আয়ের বড় উৎস। Tax revenue সূত্র থেকে সরকারি আয় উপার্জনের ঘাটতি দেখা দিলে সরকার দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা থেকে ধার-কর্জ করে দেশ পরিচালনা এবং সুদসহ তা পরিশোধ করে। সামগ্রিকভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন খাতে, বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সরকারকেই করতে হয়। উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সমাজ কল্যাণমুখী বিভিন্ন সেবা খাতে বেসরকারি উদ্যোগ ও উদ্যোক্তাদের অভাব থাকে। সেক্ষেত্রে সরকারকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক কারণে শিল্প, কৃষি, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপুল পরিমাণের অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। রেভিনিউ আয় সাপেক্ষে সরকারকে বিভিন্ন ধরনের আয়কর আদায় ও ব্যবসায় বাণিজ্যসহ বিভিন্ন উৎসের ব্যবহার এবং সরকারি আয়ের বিনিয়োগ সাপেক্ষে অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নিতে হয়। সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ ও খরচের তফসিল গ্রহণ করে সরকারকে বিনিয়োগ করতে হয়। বাৎসরিক উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট বহন করার দায়িত্ব সরকারের। রাজস্ব বাজেট সম্পূর্ণটা বহন করতে পারলেও সরকার উন্নয়ন বাজেটের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ যোগান দিতে পারে এবং বাকী ৭০ ভাগ দেশ ও বিদেশি উৎস থেকে ধার করে। আবার সামাজিক উন্নয়নের স্থায়ী অবকাঠামোগত উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হয়। সরকার আয়ের উৎস ও ব্যয় সাপেক্ষে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম-নীতি করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তা প্রয়োগ করে। যত Regulation তত বেশি দুর্নীতি-কথাটি সবার জানা থাকলেও নতুন নতুন নিয়ম-নীতি সৃষ্টি এবং তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করা ছাড়া সরকারের কার্যকরী কোন বিকল্প থাকে না। সরকারকে আরো যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয়, সেগুলো হল বাজার অর্থনীতির দুর্বলতা দূরীকরণ ও সফলতার সুনিশ্চয়তা বিধান ইত্যাদি। দারিদ্র্য বিমোচন সাপেক্ষে সমাজের আয়, উন্নতি, প্রবৃদ্ধির বণ্টন, বিভাজন ও বিতরণ করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে জীবনযাপনের আর্থিক সংগতি প্রদান ও ন্যূনতম মান ও জীবনমান ইত্যাদি প্রদান করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করাই সরকারের উদ্দেশ্য। সামষ্টিক অর্থনীতির স্থায়িত্ব অর্জনের বিভিন্ন ধরনের নীতি নির্ধারণ, ব্যবসায় ও বাণিজ্যসহ সামাজিক উন্নয়নের উত্থান ও পতন, ব্যবসায়িক চক্রের স্থায়িত্ব অর্জন ইত্যাদি সরকারি দায়-দায়িত্বের আওতাভূক্ত। দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে সামাজিক আয়, উন্নতি, প্রবৃদ্ধিতে দেশের প্রতি সহায়ক ভূমিকা পালন এবং দেশের ভেতরে ও বাহিরে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি খাতে দক্ষতা অর্জনের সহযোগিতা হচ্ছে সরকারের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত বিভিন্ন ধরনের আয়কর আদায় করে দেশ পরিচালনায় সরকার তা ব্যয় করে। আঞ্চলিকভাবে আদায়কৃত কর আয়ের তুলনায় কেন্দ্রীয়ভাবে অর্জিত কর আয়ের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি থাকে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা একটু হলেও পরিষ্কার হলাম ট্যাক্স ও নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়, ধার-কর্য উন্নত দেশ ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার দান, অনুদান ও সংশ্লিষ্ট অর্থায়ন ইত্যাদি হল সরকারি আয়ের উৎস। নবেল লরিয়েট প্রফেসর স্যামুয়েলসনের ভাষায়, প্রধানত দুটি নীতির ভিত্তিতে বেশিরভাগ দেশই ট্যাক্স নির্ধারণ করে। ক) The benefit principle, খ) Ability-to-pay principle. Benefit principle-এর মতে আমরা সরকারি বিনিয়োগ, সামাজিক মূলধন ও সরকারি সুযোগ সুবিধা যতটা ভোগ করি সে অনুপাতে সরকারকে ট্যাক্স ততটা প্রদান করি। Ability-to-pay principle-এর মতে ব্যক্তি মানুষ তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আয়, উন্নতি, সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা অনুযায়ী আয়কর প্রদান করে। একটি মানুষের মজুরি ও বেতন ভাতাদি এবং সম্পদ জনিত আয় বেশি হলে সে সরকারকে অধিক হারে ট্যাক্স প্রদান করে। আবার আয় কম হলে করদাতার কর প্রদানের হার কম হবে। আয়কর আদায় ও প্রদানের এ নিয়মটিকে বলা হয় আয়ের সুষম বণ্টন, বিভাজন ও বিতরণ। যার ফলে অপেক্ষাকৃত অর্ধসচ্ছল ও কমসচ্ছল পরিবারের লোকজনের সমাজ কল্যাণমুখী প্রোগ্রাম ও সরকার থেকে দরিদ্রদের Transfer payment পদ্ধতির মাধ্যমে আর্থিক অভাব অনটন হ্রাস পাবে। উন্নত, অনুন্নত সব দেশই মানবিক ও আয়ের সুষম বণ্টনের কারণে Progressive tax নীতি নির্ধারণ করা হয়। দারিদ্র্য বিমোচন সাপেক্ষে আয় আনুপাতিক Constant tax rate ও Regressive tax rate পদ্ধতি যেকোন উন্নয়নশীল দেশেই খুব একটা প্রত্যাশিত নয়। আয় উন্নতির Top bracket-এর জনগণ অনেক বেশি ট্যাক্স প্রদান করে। আবার সাবধানতা অবলম্বন সাপেক্ষে Progressive tax-এর rate ও পরিমাণ অযাচিতভাবে খুব বেশি না হয়ে যুক্তিসংগত হতে হবে। তাহলে সমাজে উচ্চ হারে আয়কর দাতারা উৎসাহ হারিয়ে উৎপাদন ও ব্যবসায় বাণিজ্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম করবে। আর্থিকভাবে সমাজ তথা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বেশির ভাগ দেশেই অর্ধেকের বেশি বা শতকরা ৫০ ভাগের বেশি সরকারের আয়কর উপার্জনের উৎস হচ্ছে কেন্দ্রীয়ভাবে আদায়কৃত কর। Personal ও Corporate income tax-ই হচ্ছে tax income-এর প্রধান উৎস। সরকারের আয়কর সূত্রে বাকী অর্থায়ন হয় অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স এবং নন-ট্যাক্স পদ্ধতি আরোপ করে। যেমন- Pay rules বা বেতন ভাতাদির ওপর অর্পিত আয়কর, স্থানীয়ভাবে আদায়কৃত রাজস্ব কর, সম্পত্তি আয়ের ওপর অর্পিত আঞ্চলিক ট্যাক্স রেভিনিউ, সম্পত্তি ও ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ওপর অর্পিত কর আদায় ইত্যাদি থেকে। অনেক দেশেই সর্বোচ্চ আয়ের তিন ভাগের দুই ভাগ বা শতকরা ৬৭ ভাগ জনগণ ওয়ারিশসূত্রে স্থায়ী, অস্থায়ী, স্থাবর ও অস্থাবর বিভিন্ন ধরনের সম্পদপ্রাপ্তির সৌভাগ্যবান হয়। ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বা সম্পদের মালিকের সংখ্যা বেশি হলে অসম আয়ের প্রবণতা বেড়ে যায়। আয়ের অসম বণ্টন ও দারিদ্রতা বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি সামাজিকভাবে অপ্রত্যাশিত বড় ধরনের কুফলের সম্মুখীন হতে হয়। Progressive tax-এর প্রয়োগ বাংলাদেশের জন্য যথোপযুক্ত এবং ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ওপর অর্পিত কর এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নতুন করে হলেও তা কঠোরভাবে আরোপ করতে হবে। উপসংহারে আরও বলা যায়, বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ২ ভাগ বা ২৭ লাখ লোকের কর আদায় সাপেক্ষে ইনকাম ট্যাক্স অফিসের ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের উদাহরণ থাকলেও বাস্তবে মাত্র শতকরা ০.৫ ভাগ বা মাত্র ৭ লাখ লোক ট্যাক্স প্রদান করে। এ ধরনের চিত্র কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ট্যাক্স আদায়ের ফাইল বাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি লোককে বাধ্য করে সরকারের আর্থিক হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি